OPEN ACCESS **Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 229 - 237
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 229 - 237
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

লুব্ধক : আধিপত্যের মহাপ্রস্থান

শ্রীজিতা বসু
গবেষক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sribose10@gmail.com

Received Date 16. 06. 2024
Selection Date 20. 07. 2024

Keyword
Anthropomorphism, Exodus, Marginalization, Astronomy, Beast-fable, Power-politics, Civilization.

Abstract
Nabarun Bhattacharya's dog-fable 'Lubdhak'. The main basis of the author's political view in this narrative ie all living things, human and non-human, have an equal right to live in this world. The balance of the ecosystem of the living world will be maintained only when the life support process of each microorganism is expanded and recognized by other organisms. The concept of human-centered civilization has caused the centralization of power. As a result only human life and human practices have come to the centre and circle of power from the political, economic and cultural aspects. But since the primitive age, it has been seen that animal world flow and evolve with equal importance. The creation of human civilization, the continuous tradition and the relationship between superhuman beings is very close. From the world's oldest cave paintings, the approximately 45,500year old Sulawesi Wart Pigs in Indonesia, to modern medicine and behavioural studies, non-human animals have continuously played a role. It is better to say that they are forced to play a role. Space science today has gained another dimension thanks to the contribution of Leica. In spite of this, the inherent violence, cruelty, brutality, selfishness of man has marginalized animals and nature. Massive deforestation, cruel torture of animals under the pretext of scientific experiments, all are done with the trumpets of progressivism. Animals unable to protest, resist are pushed to the margins. The principle of communism is here distorted, destroyed. Everything in the capitalist system is about appropriation. Where the voice of the powerless remains unheard, the establishment of the rights of the animal world, to plead for them, is utopia. Nabarun is a Marxist writer. He raised the question of equal rights of every living being in the universe, expressed his views through his writings. In Lubdhak, in protest of various tortures, sufferings, oppression of dogs; in protest against the mentality of human domination, he wrote the story of rise of dogs across the city of Kolkata. Here Kolkata is a symbolic city; the whole world looks the same. The author brings to the narrative the Egyptian mythological god Anubis and the Greek mythological star Sirius, the brightest star in the Canis Major constellation. From which it is possible to easily reach the level of

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 229 - 237
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

consciousness that the bright presence of various animals is very relevant in religion, astronomy, living since prehistoric times. Class consciousness alienated the weaker classes at all levels of civilization. In this narrative, the author breaks down the binaries of advanced and undeveloped, civilized and barbarian, centralized and peripheral. In style of Indian, Greek, Russian popular beast-fables, dogs spoke in an anthropomorphic style, rebelling against human cruelty. Finally leaving the city of Kolkata, the dogs procession is on it's way to great exodus. Immediately after, the destruction of the city of Kolkata, which is a cosmic decision, begins as an inevitable consequence.

Discussion

'Civilization' শব্দটির উল্লেখ মাত্রেই আপাত ভাবে 'মানবসভ্যতা'-র কথাই মাথায় আসে। বিজ্ঞান, তথ্য, প্রযুক্তির বিপুল সম্ভারে বলীয়ান মনুষ্য প্রজাতির ক্রমা-গ্রসরতার ইতিহাস ধরা থাকে চেতনায়, প্রামাণিক ঐতিহাসিক দলিলে। এই anthropocentric চিন্তার বশবর্তী হয়ে প্রকৃতির সুবিশাল কক্ষে মানুষের স্থানাঙ্ক নির্ণয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ব্যাকফুটে চলে গেছে বহুকাল। মানবজাতির উৎপত্তির বহু পূর্বেই যেসব প্রাণী, কীট, বৃক্ষ, গুল্ম, পাখি, অণুজীবদের অস্তিত্ব ছিল, আছে এবং থাকবে, এই ভাবনা থেকে অনেকটাই সরে এসেছে তথাকথিত আধুনিক জীবন। সমগ্র পৃথিবীকে করায়ত্ত করার উদগ্র বাসনা থেকে উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদী মানব সভ্যতা, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, অপরাপর প্রাণী প্রজাতিকেও রেহাই দেয়নি। নদীতে মিশেছে বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য, পাহাড়ের হাত-পা কেটে সড়ক, সেতু, টানেল নির্মাণ হয়েছে। ভূগর্ভ শূন্য করে দিয়ে খনিজ, পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্য তুলে আনা হয়েছে, মানব-বসতি বাড়াতে গিয়ে নির্বিচারে বৃক্ষছেদন করা হয়েছে, পশুদের বিচরণক্ষেত্র ক্রমসংকোচন হতে হতে বন্যপ্রাণ বিপর্যস্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে মনুষ্যেতর প্রাণীর উপর ঘটেছে যথেচ্ছাচার, তাদের বাঁচার সমানাধিকার অশ্রুত থেকে গেছে। সুতরাং, অবশ্যম্ভাবী ভাবে জীব বাস্তুতন্ত্র দ্রুত ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। ক্রমশ সভ্যতার কেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে মানুষকে নিয়ে, আর অন্যান্য প্রজাতির অপরিকরণ (Otherization); ভারসাম্যহীন, অসংবেদনশীল একটা মেকি দুনিয়া তৈরি করে তুলে দেওয়া হয়েছে পরবর্তী প্রজন্মের সামনে। সাহিত্যিক নবারুণ ভট্টাচার্যের আখ্যানে ইকো-রাজনীতি এই চিন্তার গোড়াতেই অভিঘাত এনেছে। লেখক জানিয়েছেন-

> "আমার রাজনীতিটা আমি বলি। আমাকে কেউ-কেউ ইকো-মার্কসিস্ট বলে। তা নয়। এক অর্থে আমি প্রাণমণ্ডলের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। আমার যেমন অধিকার আছে, মশারও অধিকার আছে আমাকে কামড়াবার। আমি অনেকের থাকাতে বিশ্বাস করি।"[১]

প্রাণমণ্ডলের বাস্তুতন্ত্রে এভাবেই নবারুণ মানুষের স্থানাঙ্ক নির্ধারণের ব্যাপারটি সেরে ফেলেন। আখ্যানের বিভিন্ন না-মানুষ চরিত্রের পায়ে পায়ে ঢুকে পড়ে লেখকের রাজনৈতিক বীক্ষা। লেখক কেন লেখেন, কাদের কথা বলার জন্য লেখেন, তাঁর লেখায় মুখ্য অভিমুখ কী - এসব প্রসঙ্গে তিনি জানান,

> "রাজনীতি বাদ দিয়ে আমি কিছুই ভাবি না। আমি ৬৮-র প্রোডাক্ট, একক র‍্যাডিক্যাল, মার্কস-এর অনুরাগী, অন্ধ স্তাবক বা দালাল নই। গ্রামের মানুষদের ওপরে পুলিশ ও টার্গেট প্র্যাকটিস করবে, বন্ধ কারখানার শ্রমিক হয়ে রক্তবমি করে মরবে বা ক্রিমিনাল হয়ে যাবে, কলকাতার বুকের ওপরে কারখানা লোপাট করে রাক্ষুসে শপিং মল ও রাক্ষসদের থাকার রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স তৈরি হবে, রাস্তার কুকুরদের শীতকালের বরাদ্দ রোদ কেড়ে নেবে হাইরাইজ আর নিরাপদ সাহিত্যের ঢ্যামনামি করব বা ক্ষমতাসীন অক্ষমের চিয়ারলিডার হয়ে মজা মারব এটা হয় না। এই concrete reality-র যে অমোঘ, অকাট্য সত্য সেটা জেনেবুঝেই আমার সব লেখালিখি ও অন্যান্য কাজ।"[২]

এই স্বীকারোক্তি গভীরে অনুধাবন করলে বোঝা যায়, লেখক নিপীড়িত মানুষ এবং আরও অবহেলিত, নিষ্পেষিত প্রাণীজগতের অধিকার নিয়ে সমানভাবে সরব। তাঁর লেখায় মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণী - এই বাইনারি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য

হয়েছে। উভয়কেই সম গুরুত্বের সঙ্গে তিনি ‘কাঙাল মালসাট’, ‘মসোলিয়ম’, ‘মবলগে নভেল’ এ উপস্থাপিত করেছেন। এছাড়াও কুকুরদের নিয়ে একটি আদ্যন্ত রাজনৈতিক আখ্যান ‘লুব্ধক’ রচনা করেছেন। ‘লুব্ধক’ হল পৃথিবীর আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। আলফা ক্যানিস মেজর নামে আখ্যায়িত একটি যুগ্মতারা। এর একটি প্রতিবেশী শ্বেত বামন তারা আছে, যার নাম সিরিয়াস-বি। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী এই তারা সৌরমণ্ডল থেকে মাত্র ৮.৬ আলোকবর্ষ দূরে এবং লুব্ধকজগৎ সৌরমণ্ডলের নিকটতম প্রতিবেশী। সিরিয়াস-এ এর ভর সূর্যের ভরের প্রায় দ্বিগুণ এবং এর ঔজ্জ্বল্য সূর্যের ২৫ গুণ। লুব্ধক জগতের জন্ম ২০০০-৩০০০ লক্ষ বছর পূর্বে। আলফা ক্যানিস মেজর বা সিরিয়াস-এ যে নক্ষত্রমন্ডলের অন্তর্গত তার আকৃতি একটি বৃহদাকার কুকুরের সদৃশ বলে কল্পনা করা হয়ে থাকে।

নবারুণ ভট্টাচার্যের ‘লুব্ধক’ আখ্যানটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে। গ্রন্থটির মুখবন্ধে লেখক জানিয়েছেন-

> “একটি কুকুর উপকথা লেখার পরিকল্পনাটি আমার দীর্ঘদিনের, যার পরিণতি ‘লুব্ধক’। কুকুর, বেড়াল, পাখি, মাছ - এদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছোটবেলা থেকেই। তারা যেমন আনন্দ দিয়েছে আমাকে, তেমনই দুঃখ দিয়েছে চলে গিয়ে। শিখিয়েছে আমাকে অনেক কিছুই যা ঠিক বই পড়ে জানা যায় না। ...প্রাণমণ্ডলের অধিকার একা মানুষেরই নয়, সকলেরই। এই অধিকারের মধ্যেই নিহিত আছে প্রাণ ও মৃত্যুর নিয়ত ভারসাম্যের এক সমীকরণ যাকে বিঘ্নিত করলে মানুষের লাভের চেয়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।”[৩]

শেষের দিকের বাক্যটিই বলা যায় এই কাহিনীর বীজমন্ত্র এবং নবারুণের সাহিত্যকর্মের আদর্শের পরিমণ্ডল। ‘লুব্ধক’, এই কুকুর উপকথার সূচনাতে লেখক বলেন সম্ভাব্য এক ভূমিকম্পের কথা। কলকাতার বুকে মহাকাশ থেকে বিশালাকায় কোন পদার্থ আছড়ে পড়ার ফলে অস্বাভাবিক মাত্রার ভূকম্পন তৈরি হয়েছিল, যার তীব্রতা রিখটার স্কেলে মাপা যায় নি। যদিও এটা অবৈজ্ঞানিক কথা বলে মনে হতেই পারে, কিন্তু রিখটার স্কেল আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৩৫ সালে। আর ভূমিকম্পের তারিখ ১১ অক্টোবর, ১৭৩৭ সাল। সুতরাং প্রাকৃতিক বিধ্বংসের পরিমাপক তখনও মানুষের হাতে নেই। এই ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা তিন লাখ। এই পর্যন্ত লেখক যে তথ্য দেন তা ঐতিহাসিক নয় কিন্তু কল্পিত কোন অতীতের। এরপর কাহিনী অতীতের অতীতে চলে আসে। যেখানে সম্ভাব্য বা অজানা কোন বিপর্যয়ের পূর্বে সাত ঘন্টা সময় হাতে আছে শহর কলকাতার অধিবাসীদের। এই সাত ঘন্টা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায়, অথবা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করা যায় পরিবেশ সম্পর্কে। এই পর্যবেক্ষণেই উঠে আসে -

> “অথচ একটু খেয়াল করলেই জানা যাবে যে শহর শব্দময় হলেও তার মধ্যে কুকুরের ডাক নেই।”[৪]

কেন নেই? এই প্রশ্ন সুসভ্য, আত্মনিমগ্ন মনুষ্যসমাজে জাগে না। নিজেকে নিয়ে মত্ত অথবা উন্মত্ত থাকার উদগ্রতা ভোগবাদী সভ্যতার অন্যতম অবদান। পণ্যায়িত বিশ্বে মানুষের চেতনাও কমোডিটি, তাকে ইন্টারনেট, ভিডিওগেম, ভার্চুয়াল জুয়াখেলায় ব্যস্ত রাখার হাজারটা পরিকল্পনা মজুত রয়েছে। স্বাধীন চিন্তাশক্তির উপর নিরন্তর আধিপত্য, দখলদারির খেলা চলতে থাকে। লেখক অনুসন্ধান ছাড়েন না। তিনি এক পিঁজরাপোলে নিয়ে যান পাঠককে। কি এই পিঁজরাপোল?

> “অভিধানে বলা আছে যে পিঁজরাপোল হল- ‘অকর্মণ্য গরু, ঘোড়া প্রভৃতির জন্য বৃহৎ পিঞ্জরাকারে ঘেরা স্থান।’ ...বৃষ্টি এখানে মৃত কুকুরদের পচাতে ও ফুলিয়ে ওঠাতে সক্রিয় হয়েছে, যেমন হয়েছে রোদ, ভ্যাপসা বাতাস, মাছি, মূষিক ও জীবাণু।”[৫]

কলকাতা জুড়ে এরকম পিঁজরাপোল একটি নয় আরও দু-তিনটি আছে। যেখানে ব্যবহার অযোগ্য পশুদের ছুঁড়ে ফেলা যায়। যে কোন প্রকারে অস্বাভাবিক, ফ্যাকাশে, মায়ারাক্ষসী করে তোলার প্রচেষ্টায় কলকাতাকে ‘কুকুর-শূন্য’ করার নীতি গৃহীত হয়েছে। এই নীতি কার্যকরী করে তোলার জন্য, প্রাথমিকভাবে নানা অভিজানের খসড়া প্রস্তুতও করা চলে। কারণ পরিকল্পনা ছাড়া কোন নীতি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। সমগ্র নাগরিক সভ্যতা যখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় তখন এইসব নীতি গ্রহণ করতেই হয় প্রশাসনিক পর্যায়ে। এ সি গাড়িতে চড়ে, প্রসাধনের মোড়কে প্রকৃত মানুষকে আড়াল করে রোবট - প্রায় পরিচারক পরিবৃত পরগাছা মাফিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত। যদিও এই গোষ্ঠী সম্পর্কে লেখকের দার্শনিক উক্তি -

> "চারটি চাকার শূন্যের অর্থাৎ ০০০০-র ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি ঝকঝকে মোটরগাড়ি যার ভেতরে মৃত মুখে প্রসাধন ও কলপ গলে গলে গড়িয়ে পড়ছে।"[৬]

এই কৃত্রিম 'রুজ-পমেটম' মাখা সমাজের অপর প্রান্তে অতি বেমানান, বেয়াড়ার মতো রয়ে গেছে আরেকটি শ্রেণি। যত রাজ্যের তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, অদরকারি ও বাড়তি হয়ে যাওয়া একটা শ্রেনি জন্ম-মৃত্যু-আনন্দ-হতাশার আদমসুমারীর বাইরে পড়ে থাকে। বলাই বাহুল্য এই 'অতিরিক্ত শ্রেণি' শুধু কিছু পদার্থ নয় বরং শহরের কানাগলিতে স্তূপের মতো পড়ে থাকা বহু না-মানুষ আছেন যারা কীটের মতো জীবনযাপন করে এবং শহুরে, আত্মকেন্দ্রিক মূলস্রোতের বাইরে থেকে যাওয়া মানুষেরাও আছে। কিন্তু এই পৃথিবীর সম্পদে প্রতিটি প্রাণের সমঅধিকারে বিত্তশালী,ক্ষমতাবানদের আপত্তি। আধুনিকতার অন্যতম দান ভোগবাদী মানসিকতা, যা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এই ব্যাধির হাত থেকে নিস্তার না পাওয়ায়, এক মানুষ আরেক মানুষের, একটি জীব অপর জীবের ন্যূনতম অধিকারটুকুও কেড়ে নিতে চায়। একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের নেশায় মেতে ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সামরিক শাসন, আইনব্যবস্থা, পেশীশক্তি, চোরাগোপ্তা আপোষ - সবকিছুকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। 'লুব্ধক' আখ্যানটিতে দেখা যায় মানুষের ক্রমবর্ধমান দুনিয়ায় মনুষ্যেতর জীবের বেঁচে থাকার পরিসর ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। কুকুর, বেড়ালের মতো প্রাণীরা খাদ্যগ্রহণ করে, বাসস্থান অন্বেষণ করে, বংশবৃদ্ধি করে কিংবা নিছক নিজেরদের অস্তিত্ব জাহির করার জন্য আওয়াজ করে, ফলে স্বার্থসর্বস্ব, প্রভুত্বলোভী মানুষের সম্পদে ভাগ বসায় অথবা প্রাইভেসি খর্ব করে। আর ঠিক সে কারণেই কাহিনীতে তিনটি আলাদা আলাদা কুকুরের নির্যাতনের কাহিনী উঠে আসে-

- 'কান-গজানো' নামের মেয়ে কুকুরটি খাবারের খোঁজে একতলা বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। আকস্মিকভাবেই তার মাথায় নেমে আসে 'মিউরিয়েটিক অ্যাসিড'। মাথার পাশ দিয়ে কান বেয়ে গড়িয়ে পড়তে পড়তে বেখাপ্পাভাবে অ্যাসিড কানের গোড়া থেকে গলিয়ে দেয়। চিল-চিৎকার করতে করতে সে ছুটে জ্বালা জুড়োতে কাদা জলের গর্তে মাথা কাত করে কানটা ডুবিয়ে দেয়।
- কিংবা ধরা যাক 'সাদাটে' নামের কুকুরটি রাস্তা পার হচ্ছিল, বেশ ধীর গতিতে। একটু খেয়াল করে গাড়ি চালালে, স্টিয়ারিং সামান্য ঘুরিয়ে দিলে 'সাদাটে'-র মাথা থেকে গাড়ির চাকার দূরত্ব কিছুটা বেড়ে যেত। কিন্তু কাচবন্ধ, তীব্র গান চালিয়ে যে চালক গাড়ি চালাচ্ছিল, সে সাদাটে কে দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি।
- তিন নম্বরে আছে উত্তর কলকাতায় পাঁচ মাথার মোড়ের একটি চায়ের দোকানের পাশে সন্তান সহ আশ্রয় নেওয়া কুকুর 'পাটকিলে'। শীতের সকালে মা-কুকুররের অনুপস্থিতিতে এক বালতি ঠাণ্ডা জল ওদের গায়ে ঢেলে দেওয়া হল। যদিও প্রবল কাঁপুনিতে বাচ্চাগুলো 'কাঁউ কাঁউ' করছিল তবুও তারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা হয়ে উঠছিল। আর পাটকিলে এলে তারা দুধ খাওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছিল।

এই ঘটনা গুলির অন্তর্সূত্র হল না-মানুষেরাও প্রয়োজনের পরিসরটুকু নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু সেটকুও বরাদ্দ করে না তথাকথিত 'সুসভ্য' মানুষ। শুধুমাত্র পিঁজরাপোলে কুকুর ধরে নিয়ে গিয়ে খাদ্যহীন, জলহীন, বন্দীদশায় রেখে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার পিছনে একটিমাত্র কারণ 'নিরঙ্কুশ আধিপত্য' নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা কিংবা নিছক তরল আমোদ। এই তরল আমোদের জন্যই কুকুরের ল্যাজে আতসবাজি বেঁধে দেওয়া, ঘুমন্ত কুকুরের গায়ে আধলা ইট ছুঁড়ে মারা, অথবা অকুলান খাবার দিয়ে দুই বা ততোধিক কুকুরকে লেলিয়ে দেওয়া যায়। তবে যতটা তাচ্ছিল্য করা হয়, ততটা অপ্রয়োজনীয় নয় এরা। কারণ জীববিজ্ঞানের যত রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব তার সবটাই এদের উপর দিয়ে চলে। সেই পরীক্ষাগারে অসহায়তা মেনে নিতে নিতে মৃত্যুও হতে পারে। কুকুরদের থেকে ধীরে ধীরে কেড়ে নেওয়া হয় তাদের শীতকালের রোদের অধিকার, নরম মাটিতে,ঘাসে থাবা মেলার অধিকার, নিভন্ত উনুনের পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শোবার আধিকার। রাক্ষুসে ধনতান্ত্রিক সভ্যতা মানুষ নামক এমন জীব তৈরি করেছে যারা সমানাধিকার প্রশ্নে ক্রমাগত বর্বর হয়ে উঠেছে। শহর জুড়ে এই ধরে আনা কুকুরদের প্রবল উৎসাহে হত্যা করার পরিকল্পনা চলতে থাকে।

- পরিকল্পনা ১ : গুলি করে হত্যা করা হোক।
- পরিকল্পনা ২ : হোটেল থেকে সংগৃহীত পচা মাংসে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হোক।
- পরিকল্পনা ৩ : 'ব্রেজিলিয়ান মির‍্যাকল'-এর মতো কুকুরছানাদের মেরে ফেলা হোক যারা ভবিষ্যতের উপদ্রব হয়ে উঠবে।
- পরিকল্পনা ৪ : বিষাক্ত মারণ গ্যাস ব্যবহার করে নাৎসি মৃত্যু শিবিরের মতো মেরে ফেলা হোক।
- পরিকল্পনা ৫ : কোন অর্থ ব্যয় না করে পিঁজরাপোলে কুকুর ধরে ছেড়ে দিলেই হল। খাদ্য, জল দেওয়ার প্রশ্ন নেই, ফলে শুকিয়ে, মারামারি করে, কামড়া কামড়ি করে মরে যাবে।

কুকুর নিধন পরিকল্পনার মতোই নবারুণের 'চীন ২০০২' গল্পে এসেছে চড়াই হত্যার বিচিত্র আয়োজন। ইকো-সিস্টেমে পাখিদের গুরুত্ব একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেই অস্বীকৃত হয়েছে। রীতিমতো পরিকল্পনা করে হত্যা করা হয়েছে একটি বিশেষ প্রজাতিকে। সর্বনাশ হয়ে যাওয়ার পরে উপলব্ধ হয়েছে ফসলে ক্ষতিকারক কীটদের হামলা থেকে এই চড়াই পাখিরাই ছিল ত্রাণকর্তা। পরিবেশে সকলেরই ভূমিকা রয়েছে।

> "আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার। রেললাইনের ধারে মাঠে, গাছপালা, ক্ষেত কিন্তু পাখি বলতে গেলে নেই। ক্কচিৎ কখনো একটা দুটো চড়াই। দুষ্প্রাপ্য। ধান খেয়ে ফেলার অপরাধে চীন দেশে একবার শুরু হয়েছিল চড়াই মারার অভিযান। চড়াই গুলি করে মারা কঠিন। আর কত ছররা জোগাবে কমিউনিস্ট পার্টি। তাই ক্যানেস্তারা বাজিয়ে চড়াইদের তাড়িয়ে উড়িয়ে বেড়ানো হতো। উড়তে উড়তে ডানার ক্লান্তিতে যখন তারা মাটিতে পড়ে যেত তখন মারা হতো পিটিয়ে। এরকম করে চড়াইরা যখন প্রায় নিঃশেষিত তখন শুরু হল ধান ক্ষেতে নানা জাতের পোকাদের বিধ্বংসী অভিযান। তখন বোঝা গেল যে চড়াইদেরও দরকার আছে। বন্ধ হল চড়াই নিধন। কিন্তু এখনও তারা সংখ্যায় বড়ো কম। সম্ভবত উন্নততর চাষে অত্যধিক কীটনাশক ব্যবহার হয় বলে।"[৭]

সুতরাং শেষোক্ত পরিকল্পনাই চূড়ান্ত হয়। ক্ষমতার আস্ফালনের দিক থেকে যারা অন্ত্যজ, তাদের হঠে যাওয়াই নিয়তিতে পর্যবসিত। এই পরিকল্পনা সম্পাদন করতে আমাদের অগোচরে সূক্ষ্ম, হিমশীতল হন্তারক মানসিকতার জন্ম হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। গোটা বিশ্বজুড়েই নিকেশ করে দেবার জন্য নানা পরিকল্পনা গৃহীত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। কখনও গৃহযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ব্যবসার নামে, শান্তি স্থাপনের নামে অন্য দেশে গিয়ে সামরিক খবরদারি,জাতি বর্ণের ভেদাভেদ করে বিতাড়ন এবং তার সঙ্গে থাকে অনুপ্রবেশ সমস্যা। কিংবা নিছকই দেহ বর্ণের অজুহাতে, অশিক্ষা অসচেতনতার অজুহাতে প্রতাপশালী সম্প্রদায় দুর্বলদের উপর আধিপত্য বিস্তার করছে, কোণঠাসা করতে করতে চরম সীমায় নিয়ে এসেছে। আজ পৃথিবীর দিকে তাকালে আমরা দেখি দেশে দেশে Superiority complex সভ্যতার চাকাকে পিছনে ঠেলছে। এই পরিস্থিতিতে নিগৃহীত, শাসিত সম্প্রদায় কি করবে? অসহায়তার অভ্যাস? না। নবারুণের মতো প্রতিবাদী লেখকের গতিপথ ভিন্ন। তিনি একক কিংবা সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ জিইয়ে রাখেন।

আখ্যানে দেখি, শহর কলকাতা জুড়ে কুকুরের মিছিল নেমেছে। তারা ত্যাগ করছে এই 'তিলোত্তমা নগরী'। 'কুকুর-স্রোত' নেমেছে রাস্তায়। তারা শহর ত্যাগের পূর্বে দায়ী করে যাচ্ছে তথাকথিত আধুনিক, সুসভ্য মানুষের নৈতিক পতনকে।

> "এই যে আমাদের খিদে পাচ্ছে, জল তেষ্টা পাচ্ছে, শক্ত রাস্তায় নরম থাবা আর নখ ব্যথা ভুলে অবশ একাগ্রতায় এগিয়ে চলেছে, এই কুকুর সমুদ্রের ঢেউ, এই কুকুর রাত্রি এর জন্য দায়ী কারা? তোমরা।"[৮]

আর রেখে যাচ্ছে এক অমোঘ ভবিষ্যতবাণী -

> "তোমাদের নিষ্ঠুরতা, তোমাদের অবজ্ঞা, তোমাদের নির্মমতা, তোমাদের লোভ, তোমাদের অজ্ঞতা বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে বুঝতে পারছ না?"[৯]

না, পরিণতির ব্যাপ্তি সম্পর্কে উদাসীন, চরম অন্ধ-আত্মবিশ্বাসী ক্ষমতাগর্বী মানুষের পক্ষে সমীপবর্তী বিপদ আন্দাজ করা সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব নয়, চতুর্দশ শতকের প্রাচীন আফ্রিকান আদিবাসী ডোগন-দের জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান সম্বন্ধে মান্যতা দেওয়া। তথাকথিত অসভ্য জনজাতি ডোগনরা সচেতন তাদের নিজস্ব জ্যোতির্বিদ্যা, গণনার পদ্ধতি, ব্যাপক শারীরবৃত্তীয় জ্ঞান, ক্যালেন্ড্রিক্যাল পরিমাপ বিষয়ে। ডোগনরা বিশ্বাস করে যে, রাতের আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র সিরিয়াস (কুকুর তারা), যা ক্যানিস মেজর নক্ষত্রপুঞ্জের সবথেকে বড় ও উজ্জ্বল নক্ষত্র; ষাট বছর অন্তর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে নেমে আসে, তখন হয় ডোগনদের 'সিগুই' উৎসব। সিরিয়াসের কক্ষপথ চক্র ৫০-৬০ বছর। কোনো আধুনিক যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই তারা বুঝে নেয় কখন কুকুর তারার নেমে আসার সময় হবে। তারা আরও দাবি করেছে, শনির বলয়, বৃহস্পতির চাঁদ সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। ডোগন বিশ্বাস মতে এই জ্ঞান তারা লাভ করেছিল, সিরিয়াস থেকে আসা 'নম্মোস'-দের কাছে। বিজ্ঞানের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান ছাড়াও প্রকৃতির নিজস্ব পাঠশালা থেকে যে জ্ঞান পাওয়া সম্ভব, তা আধুনিক মানুষের বোধের বাইরে। এই কাহিনি শুধুই মিথ হয়ে রয়ে যায় তাদের কাছে। ডোগনরা, অসভ্য জনজাতি ছাড়া আর কিছুই নয়- এই আত্মম্ভরিতা আখ্যানে ভেঙে দিয়েছেন লেখক। এখানেই অবশ্যম্ভাবী হয়ে নেমে আসে অভিঘাত। বৃহৎ কুকুরমন্ডলের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে কলকাতার বুকে লেলিয়া দেওয়া হয় এক হিংস্র কুকুর। কেমন সেই অভিঘাতের ব্যাপ্তি?

> "কলকাতার ওপরে যে হিংস্র কুকুরটিকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে সে ঘন্টায় ১ লক্ষ কিলোমিটার গতিতে এগিয়ে আসছে। তার মাপ ও ওজন এখনই সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। উন্মত্ত কুকুরটিকে কলকাতার ওপরে আছড়ে পড়ে ভস্ম হয়ে উবে যাবে, কিন্তু যে মহা-গহ্বরটির সৃষ্টি হবে তা কুকুরটির ব্যাসের দশগুণ এবং গভীরতা দুগুণ।"[১০]

আর এই আঘাতের ফলে প্রিয় শহর কলকাতার কী পরিণতি হবে?

> "প্রথম আঘাত ও বিস্ফোরণের পর কয়েক লহমা কোনো বাতাস থাকবে না। চাপা আগুন হয়ে ধক ধক করে জ্বলবে কলকাতা। তার পরই আসবে লক্ষ ঝড়ের শেষ নিশ্বাস। দাউ দাউ করে জ্বলে, গলে, পুড়ে, ছাই হয়ে খাক হয়ে যাবে কলকাতা। এর পরে ধুলোর মেঘ বর্মের মতো সূর্যকে আড়াল করবে। কতদিন সেই হিমরাত্রি থাকবে তা বলা যাবে না। ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা মাইনাস কুড়ি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নেমে যাবে। এবং অনেক মাস ধরে হিমাঙ্কের নীচেই থাকবে। প্রলয়ান্ধকারে কলকাতাকে ঢেকে রাখবে প্রলয়মেঘ।"[১১]

গোটা কলকাতা শহর এখন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান পিঁজরাপোলে পরিণত।

পিঁজরাপোলগুলিতে নানা অলৌকিক কাণ্ড লক্ষ্য করা যেতে থাকে। অসংখ্য কুকুরের মৃতদেহ উপেক্ষা করে বৃদ্ধ কুকুরদের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হত এক দীর্ঘকায় কুকুর মূর্তি, যার মধ্যে মিশরীয় কুকুর দেবতা 'অনুবিস'-এর আদল দেখতে পেয়ে পিঁজরাপোলের কর্মীরা ভীত হয়ে মূল ফটক খুলে দেয়। কিন্তু কুকুরদের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। তাদের সম্মিলিত দাবিতে মহাকাশ থেকে কালপুরুষের সঙ্গী কুকুর 'লুব্ধক'-এর নির্দেশ এসেছে - একজোটে মহাকাশে কুকুর ছায়াপথ ধরে একত্রিত হওয়ার এবং শহর কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার। বাইবেলের দ্বিতীয় পুস্তক হল Book of Exodus, এটি অভিনিষ্ক্রমণের একটি আখ্যান। হাজার হাজার ইজরায়েলি, নবী মোশির সঙ্গে মিশরের দাসত্ব ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। বাইবেলে এই কাহিনীই মহানিষ্ক্রমণ নামে খ্যাত। লোহিত সাগরে ডুবে মারা গিয়েছিল, তাদেরকে মারতে আসা মিশরের ফ্যারাওএর সেনা। 'লুব্ধক'-এ লক্ষ লক্ষ কুকুরের মিছিল শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার মধ্যে কোথাও যেন দাসত্বকে পিছনে ফেলে great exodus এর কথাই স্মরণ করায়। তবে লেখক মনে করিয়ে দিয়েছেন, এই অভিনিষ্ক্রমণ কোনোভাবেই মিথ অনুযায়ী আমেরিকান লেমিংদের মতো যৌথ আত্মহত্যার আয়োজন নয়। এই যাত্রা বিক্ষভ-তরঙ্গ রেখে গেছে। 'লুব্ধক' হল পৃথিবীর আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। আলফা ক্যানিস মেজর নামে আখ্যায়িত একটি যুগ্মতারা। এর একটি প্রতিবেশী শ্বেত বামন তারা আছে, যার নাম সিরিয়াস-বি। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী এই তারা সৌরমণ্ডল থেকে মাত্র ৮.৬ আলোকবর্ষ দূরে এবং লুব্ধকজগৎ সৌরমণ্ডলের নিকটতম প্রতিবেশী। সিরিয়াস-এ এর ভর সূর্যের ভরের প্রায় দ্বিগুণ এবং

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 229 - 237
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এর ঔজ্জ্বল্য সূর্যের ২৫ গুণ। লুব্ধক জগতের জন্ম ২০০০-৩০০০ লক্ষ বছর পূর্বে। আলফা ক্যানিস মেজর বা সিরিয়াস-এ যে নক্ষত্রমন্ডলের অন্তর্গত তার আকৃতি একটি বৃহদাকার কুকুরের সদৃশ বলে কল্পনা করা হয়ে থাকে।

সিরিয়াস নক্ষত্রপুঞ্জের দুটি তারা, ক্যানিস মেজর ও ক্যানিস মাইনরকে গ্রিক পৌরাণিক শিকারি অরিয়নের অন্যতম শিকারি কুকুরের একটি রূপ বলে কল্পনা করা হয়। যারা লেপাস এবং টরাস নক্ষত্রকে আকাশপথে তাড়া করে বেড়ায়। আবার তাদের সঙ্গে প্রাচীন গ্রিসের চাঁদের দেবী, আর্তেমিসের শিকারি কুকুরদের মিল উল্লেখযোগ্য। মিশরীয় পুরাণ অনুসারে, আনুবিস হল এক দেবতা, যার মাথা শিয়ালের এবং দেহ মানুষের। প্রাচীন মিশরীয় বর্ণনা অনুযায়ী তিনি মৃতের জগতের অধিকর্তা দেবতা। মিশরীয় ভাষাতে আনুবিস 'ইনপু' হিসেবে পরিচিত। সদ্যমৃত ব্যক্তিকে মর্ত্যলোক থেকে মৃতদের দেশ পাতালপুরীতে নিয়ে যাওয়ার পথে নিরাপত্তা দিতেন আনুবিস।

আখ্যানে নবারুণ যে ছায়া কুকুরদের শান্ত অথচ বিক্ষুব্ধ মিছিলের কথা বলেছেন, যারা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে; তাদের একজন আনুবিস (শিয়ালদেবতা/ কুকুরদেবতা) ঝাঁপিয়ে পড়েবে কলকাতার বুকে। কুকুরদের ওপর অকারণ, নির্বিচারে অত্যাচারের প্রত্যাঘাত হয়ে নেমে আসবে। আর এই ঘটনা কসমিক সিদ্ধান্ত। মাত্র সাত ঘন্টার ব্যবধানে ক্যানিস মেজর নক্ষত্রপুঞ্জ, সোভিয়েত রাশিয়ার মহাকাশ অভিযানে (স্পুটনিক) বলি কুকুর লাইকা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার অজুহাতে অগণিত মৃত, আহত কুকুরের সমবেত সিদ্ধান্ত অমোঘ নিয়তি হয়ে আছড়ে পড়বে কলকাতার ওপর।

এভাবেই নিম্নবর্গের প্রতিবাদ জেগে থাকে নবারুণের আখ্যানে। প্রবল আধিপত্যকামী মানুষের প্রতি লেখক প্রশ্ন রেখেছেন, এভাবে সমাজ থেকে, প্রাণবৈচিত্র্য ও ভারসাম্যের তত্ত্ব উপেক্ষা করে, সহ প্রাণের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন শুধু কি মানুষেরই একচেটিয়া অধিকার? নাকি সীমা লঙ্ঘন করতে থাকলে একসময় বুমেরাং হতেই পারে।

> "আমরা কি এই সত্যটি মানুষের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে পারি? কেন পারা যাবে না? মানুষ আর কুকুরের মধ্যে স্নায়বিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি যদি অভিন্ন হয়, তাহলে আমার মনে হয় না যে, মানুষের পক্ষে এটা অপমানজনক বলে মনে হবে।..."[১২]

এই বিদ্রূপোক্তিতেই মানবসভ্যতার প্রতি সংশোধনের আর্জি অথবা ভয়াবহ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দুটোই খুঁজে নেওয়া যেতে পারে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, বিহেভিয়ারাল স্টাডির নানা ক্ষেত্রে এমনকি নতুন কোনো ওষুধের সফলতা-ব্যর্থতা মাপার জন্য প্রয়োগ করা হয় মনুষ্যেতর প্রাণীর উপর। মানুষের প্রয়োজন মাফিক যথেচ্ছ ভাবে কুকুরদের ব্যবহার করা নিজেদের মুনাফার স্বার্থে। স্রেফ ক্ষমতার বলে অপরের জীবন-মৃত্যু কিনে নেওয়া। তারই একটি নিদর্শন লেখক গদ্যরচনায় জানাচ্ছেন -

> "সেন্ট বার্নার্ড ডগদের গল্প কে না জানে। আলপসের তুষারঝড়ে পথভ্রান্ত অসহায় মানুষদের এরা উদ্ধার করে নিয়ে আসে- এদের গলায় ব্র্যান্ডির বোতল বাঁধা থাকে। গায়ে অসম্ভব জোর। কিন্তু কিছুদিন আগে আমেরিকায় একটা অদ্ভুত বেয়াড়া ঘটনা ঘটে গেছে। একজনের পোষা সেন্ট বার্নার্ড ডগ মালিক আদর করতে যেতে তাকে ঘ্যাক করে কামড়ে দিয়েছে। এ কী কাণ্ড। আরও এরকম খবর শোনা যাচ্ছে।
> কুকুর-বিজ্ঞানীরা বলছেন যে হঠাৎ সেন্ট বার্নার্ড ডগ পোষার এমন অদ্ভুত হুজুগ উঠেছে inbreeding-এর মাত্রা কৃত্রিম উপায়ে বাড়িয়ে স্টিরিও রেডিওগ্রামের মতো সেন্ট বার্নার্ড ডগ তৈরি করা হচ্ছে এবং কুকুর-বেচিয়েরা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা লুটছে। এই উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য সেন্ট বার্নার্ড ডগদের ভাবনা চিন্তার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এবং তারা বদমেজাজী হয়ে উঠছে।"[১৩]

মানুষ ও কুকুরদের মধ্যে প্রাক্ষোভিক স্তরে বিশেষ পার্থক্য নেই; এই বিষয়ে National Library of Medicine এর একটি গবেষণায় উঠে এসেছে নিম্নোক্ত তথ্য।

> "Human mental illness is diagnosed by symptoms. According to the American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), depression is characterized by depressed mood, diminished pleasure,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 229 - 237
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> slowed thinkimg, fatigue, feelings of worthlessness or guilt, and thoughts of death. The only objectively measurable symptom is weight change. Similarly, generalized anxiety and worry, restlessness, fatigue, decreased concentration, irritability, muscle aches and sleep problems.
>
> Dogs, of course, cannot speak, so they can't report whether they're feeling sad or anxious. Although neuroimaging may soon change things, we currently have to rely on dog's behavior to infer what they are feeling. For example, when dogs are scared, they behave in characteristic ways, which include trembling, hiding in closets or under furniture, chewing or scratching doors to escape, pacing, barking, whining and defecating or urinating in the house. When these occur in the context of being left alone, they are often labelled 'separation anxiety'. Aggression is another frequently misunderstood manifestation of emotional states in dogs. What humans label as aggression may be a normal part of a dog's behavioural repertoire, which includes barking, growling and biting."[১৪]

এখান থেকে খুব স্বচ্ছ ভাবে বোঝা যায়, অবহেলা, নির্যাতন মানুষের মতোই কুকুরদের ওপর একই প্রভাব রেখে যায়। শারীরিকভাবে শুধু নয়, মানসিকভাবেও তাদের জীবন একইরকম বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নিরন্তর এই বৈষম্যমূলক আচরণ জীব-বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়, কিন্তু আত্মমগ্ন মনুষ্যসমাজের ভ্রূক্ষেপ হয় না। এর ফলশ্রুতিতে যা হওয়ার কথা, তাই-ই হবে। আখ্যানে তার ইঙ্গিত দিয়ে যান লেখক,

ভারতীয়, গ্রিক, রুশীয় উপকথায়, রূপকথায় বিস্ট-ফেবল বহুল জনপ্রিয়। ঈশপের নীতিকথা, পঞ্চতন্ত্র, বিভিন্ন কল্পবিজ্ঞানের কাহিনীতে অ্যান্থ্রোপমরফিক চরিত্র হিসেবে অনেক পশু-প্রাণীর কথা এসেছে। তাদের আচরণ, ক্রিয়াকলাপের ওপর মানুষের বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়েছে। তারা মানুষের মতো কথা বলে, ব্যবহার করে। আখ্যানের প্রয়োজনে অন্তর্ঘাত আনতে লেখক যেমন 'কাঙাল মালসাট'-এ দণ্ডবায়স, বনবেড়াল ক্যারেক্টার এনেছেন তেমনই 'লুব্ধক'-এ ছায়া কুকুরদের দেখা যাচ্ছে তারা নিজেরা কথা বলেছে, নিজেদের মুক্তিকামনায় উর্দ্ধমুখে প্রার্থনা জানাচ্ছে মহাকাশের আদিম কুকুর-তারাদের কাছে। যারা অসহায়, অবলা বলে বিবেচিত, যাদের উপর সহজেই আক্রমণ করা যায়, যারা সমাজে 'আন্ডার ডগ'; তাদেরকে ভাষা যুগিয়ে শক্তি দিচ্ছেন লেখক। রূপকথা, উপকথার মেটাফোরের আড়ালে তিনি উন্নত আর অনুন্নত, সভ্য আর বর্বর, ক্ষমতাধর আর প্রান্তিকের বাইনারিকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। পাওয়ার পলিটিক্সের কেন্দ্রিকরণ,যার কেন্দ্রে আছে মানুষের সীমাহীন লোভ আর নিরঙ্কুশ আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা, তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লেখক তাদেরকে কেন্দ্রে নিয়ে আসছেন যারা সাবলর্টানেরও বাড়া।

নবারুণ ভট্টাচার্য তাঁর সাহিত্যকর্মের সম্পর্কে বলেছেন -

> "আমি শুধু একটু বলতে পারি যে, যে তাগিদ থেকে আমি লিখি তার সঙ্গে বাজারের সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে। ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক রদবদলের যে বিচিত্র ও ট্রাজিক সময়ের আমি সাক্ষী তার অনুরণন আমার আখ্যানে রয়েছে- কখনও আমি অংশীদার এবং সব সমেই ভিক্টিম। তৃতীয় বিশ্বের একজন লেখক হিসেবে সেটাই আমার উপলব্ধি।... অমানবিকতা ও তৎসংশ্লিষ্ট আবশ্যিক যে বুজরুকির সার্কাসের মধ্যে আমরা রয়েছি তার সঙ্গে কোনোরকম আপোষ অসম্ভব।"[১৫]

এই আপোষহীন মনোভাব থেকে জাত নবারুণের আখ্যান গুলি। বিশ্বজুড়ে ধনতান্ত্রিক সভ্যতা মানুষকে একাকীত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থমগ্নতা থেকে উৎপন্ন হয়ে ক্ষমতার লিপ্সা, আর এর থেকে আসে আধিপত্যের ধারণা। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ এবং মাইগ্রেশন সমস্যা - দেশে দেশে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বলা বাহুল্য ঔপনিবেশিকতা যে নামেই আসুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 229 - 237
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'আধিপত্যই' এর মূল কথা। সমাজের প্রতি, সভ্যতার প্রতি দায়বদ্ধ লেখক হিসেবে নবারুণের সাহিত্যে আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে, অন্যায় নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সদা জাগ্রত।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, নবারুণ, কথাবার্তা, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৫০
২. ঐ, পৃ. ৬৯
৩. ভট্টাচার্য, নবারুণ, 'উপন্যাস সমগ্র, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৫২৫
৪. ঐ, পৃ. ৩৮৩
৫. ঐ, পৃ. ৩৮৪
৬. ঐ, পৃ. ৩৮৬
৭. ভট্টাচার্য, নবারুণ, 'শ্রেষ্ঠ গল্প, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১০, পৃ. ২৪৪
৮. ভট্টাচার্য, নবারুণ, 'উপন্যাস সমগ্র, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৪১২
৯. ঐ, পৃ. ৪১২
১০. ঐ, পৃ. ৪১৫
১১. ঐ, পৃ. ৪১৬
১২. ঐ, পৃ. ৩৮৯
১৩. ভট্টাচার্য, নবারুণ, 'আনাড়ির নাড়িজ্ঞান', 'আলব্যের কামু ও সুখী মৃত্যু', ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, জানুয়ারি **২০১৫**
১৪. https://www.nlm.nih.gov, Berns Gregory, Mar-Apr2020
১৫. ভট্টাচার্য, নবারুণ, 'আরও কথাবার্তা', কলকাতা, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, জানুয়ারি **২০১৬, পৃ.** ৭৩